রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১৬, ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ এপ্রিল ২০০৮

নং ৮২-(মুঃপ্রঃ আইন)/সবিম/শা-৬/জাঃজাদুঃ৬/২০০৪—সরকার, কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদের বিগত ৩-৭-২০০০ ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (১৯৮৩ সনের ৫৩ নং অধ্যাদেশ) এর নিম্নরূপ বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

[মূল ইংরেজী ভাষায় প্রণীত আইনের অনুদিত বাংলা পাঠ]

[জানুয়ারী, ২০০৭ পর্যন্ত সংশোধিত, তথ্য সূত্র ঃ বাংলাদেশ কোড, ভলিউম-২৪]

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অধ্যাদেশ, ১৯৮৩

১৯৮৩ সালের ৫৩ নং অধ্যাদেশ

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠার বিধানকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ

যেহেতু, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠা এবং উহার সহায়ক বিষয়ের জন্য বিধান করা সমীচীন;

সেহেতু, এক্ষণে, ২৪ মার্চ, ১৯৮২ এর ঘোষণা অনুযায়ী এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত সকল ক্ষমতাবলে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই অধ্যাদেশ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,—

(ক) "পুরাকীর্তি" অর্থ—

(i) মানুষের ক্রিয়াকর্মের দ্বারা উৎপন্ন কলা, স্থাপত্য, কারুশিল্প, প্রথা, সাহিত্য, নৈতিকতা, রাজনীতি, ধর্ম, যুদ্ধ, বিজ্ঞান বা সভ্যতা বা সংস্কৃতিমূলক স্থানান্তরযোগ্য যে কোন প্রাচীন বস্তু;

(ii) ঐতিহাসিক, জাতিতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, জীববিদ্যাবিষয়ক, ভূতাত্ত্বিক, সামরিক অথবা বৈজ্ঞানিক কৌতুহল-উদ্দীপক যে কোন স্থানান্তরযোগ্য প্রাচীন বস্তু;

(iii) যে কোন ফটক, দরজা-জানালা, প্যানেলডেডো, সিলিং, লিপি, দেয়ালচিত্র, কাঠের কাজ, লৌহ নির্মিত কাজ, অথবা ভাস্কর্য অথবা অন্য কোন বস্তু যাহা স্থানান্তরযোগ্য নহে এমন পুরাকীর্তির সহিত সংলগ্ন অথবা গ্রথিত; এবং

(iv) অন্য যে কোন প্রাচীন নিদর্শন অথবা অনুরূপ নিদর্শনের শ্রেণী যাহা এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পুরাকীর্তি বলিয়া ঘোষিত;

(খ) "বোর্ড" অর্থ জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ড;

(গ) "জাদুঘর" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর;

(ঘ) "মহাপরিচালক" অর্থ ধারা ১১ এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত মহাপরিচালক;

(ঙ) "নির্ধারিত" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(চ) "সভাপতি" অর্থ বোর্ডের সভাপতি;

(ছ) "সচিব" অর্থ ধারা ১২ এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত সচিব;

(জ) "ট্রাস্টি" অর্থ বোর্ডের ট্রাস্টি।

৩। **জাদুঘর প্রতিষ্ঠা।**—(১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর নামে একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) জাদুঘর একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে, এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **সাধারণ নির্দেশনা।**—জাদুঘর বিষয়ক সাধারণ নির্দেশনা ও প্রশাসন ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং উক্ত জাদুঘর কর্তৃক যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয় বা যাইবে উক্ত বোর্ড সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও সম্পন্ন করিতে পারিবে।

৫। **প্রধান পৃষ্ঠপোষক।**—রাষ্ট্রপতি জাদুঘরের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইবেন।

৬। **বোর্ড।**—নিম্নরূপ ট্রাস্টিগণ সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) শিক্ষা অথবা সংস্কৃতি জগতের একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, যিনি বোর্ডের সভাপতিও হইবেন;

(খ) অর্থ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব, পদাধিকারবলে; অথবা তৎকর্তৃক মনোনীত উপ-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ যে কোন কর্মকর্তা;

(খখ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব, পদাধিকারবলে, অথবা তৎকর্তৃক মনোনীত উপ-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ যে কোন কর্মকর্তা;

(গ) বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হইতে দুইজন অধ্যাপক, একজন মানবিক বিষয় হইতে এবং অন্যজন বিজ্ঞান বিষয়ক হইতে, যাহারা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন;

(ঘ) জাদুঘরের মহাপরিচালক, যিনি বোর্ডের সচিব হিসাবেও কাজ করিবেন;

(ঙ) পরিচালক, আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, পদাধিকারবলে;

(চ) পরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, পদাধিকারবলে;

(ছ) পরিচালক, চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা, পদাধিকারবলে;

(ছছ) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা-এর একজন প্রতিনিধি;

(জ) পুরাকীর্তির ও শিল্পকর্মের দাতাগণের মধ্য হইতে এবং কলায়, পুরাকীর্তিতে ও জাদুঘর কর্মে উৎসাহী ব্যক্তিদের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পাঁচজন সদস্য।

৭। **ট্রাস্টিদের কার্যকালের মেয়াদ, ইত্যাদি।**—(১) পদাধিকারবলে নিয়োজিত ট্রাস্টি ব্যতীত কোন ট্রাস্টি নিয়োগের তারিখ হইতে তিন বৎসর পর্যন্ত বহাল থাকিবেন এবং পুনঃনিয়োগের যোগ্য হইবেন।

(২) পদাধিকারবলে নিয়োজিত ট্রাস্টি ব্যতীত কোন ট্রাস্টি সভাপতির উদ্দেশ্যে পত্র প্রদান করিয়া যে কোন সময়ে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৩) কেবলমাত্র বোর্ডের কোন পদ শূন্য থাকিবার কারণে অথবা ইহার গঠনে কোন ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

৮। **বোর্ডের কার্যাবলী।**— বোর্ডের কার্যাবলী হইবে—

(ক) জাদুঘরের প্রশাসন ও উন্নয়ন কার্য নির্বাহ করা;

(খ) পুরাকীর্তি, শিল্পকর্ম, জাতিতাত্ত্বিক নিদর্শন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন, আঞ্চলিক প্রাণী ও উদ্ভিদের নমুনা, ঐতিহাসিক কারুশিল্প ও মনুষ্য সৃষ্ট নিদর্শন, বৃদ্ধিভিত্তিক কর্মের দ্বারা উৎপন্ন বস্তু, সবাক-দৃশ্যমান প্রামাণ্য নিদর্শন এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কিত অন্য যে কোন ধরনের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রদর্শন করা;

(গ) বিশ্ব সভ্যতার বিভিন্ন বিষয়ের প্রামাণ্য নিদর্শনসমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা;

(ঘ) জাদুঘরের সংগৃহীত নিদর্শনের উপর গবেষণার ব্যবস্থা করা;

(ঙ) সাময়িকী, বই, সংকলন এবং নিদর্শনের প্রতিকৃতি প্রকাশ ও বিক্রয় করা;

(চ) বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের উপর প্রদর্শনী, সম্মেলন, বক্তৃতা সেমিনার ও সমাবেশ সংগঠিত করা;

(ছ) সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে দেশের বাহিরে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য করিতে প্রদর্শনীর আয়োজন করা;

(জ) বাংলাদেশের অন্যান্য জাদুঘরের উন্নয়নে সহযোগিতা, উৎসাহ ও সমর্থন প্রদান করা;

(ঝ) বোর্ড এবং কোন জাদুঘরের সংশ্লিষ্ট কমিটির মধ্যে স্বীকৃত শর্তাবলী অনুযায়ী সেই জাদুঘরের দায়িত্ব গ্রহণ ও পরিচালনা করা;

(ঞ) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হইলে বোর্ড এবং সরকারের মধ্যে স্বীকৃত শর্তাবলী অনুযায়ী সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন জাদুঘরের দায়িত্ব গ্রহণ ও পরিচালনা করা অথবা সরকার দ্বারা প্রণীত কোন পরিকল্পনা অথবা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা;

(ট) ব্যক্তি বা সংস্থাকে জাদুঘরের বিশেষ কোন কাজে ব্যাপৃত করা ও এতদুদ্দেশ্যে মূল্য প্রদান করা;

(ঠ) বোর্ডের নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ব্যতীত বাংলাদেশে অবস্থিত স্থানান্তরযোগ্য পুরাকীর্তির নিবন্ধন, সংগঠন, পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান করা;

(ড) বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য উপলব্ধির জন্য শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত আছে এইরূপ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান অথবা কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা প্রদান করা;

(ঢ) স্বতন্ত্রভাবে অথবা অন্য কোন সংস্থার সহিত যৌথ উদ্যোগে শিল্পকলার ইতিহাস এবং জাদুঘর বিদ্যার উপর প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা এবং সনদ প্রদান করা; এবং

(ণ) পূর্বোক্ত কার্যাবলীতে সহায়ক অথবা প্রাসংগিক কার্যাদি সম্পাদন করা।

৯। **জাদুঘেরর বস্তু অপসারণ কারিবার ক্ষমতা।**—বোর্ড, জাদুঘরের যে কোন বস্তু বিক্রয় করিতে অথবা অন্য কোন উপায়ে অপসারণ করিতে পারে, যদি বস্তুটি অনুরূপ আরেকটি বস্তুর দ্বি-নকল হয়, অথবা বোর্ডের মতে, বস্তুটি জাদুঘরে রাখার অনুপযুক্ত হয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বস্তুটি বৈদেশিক সরকার অথবা নাগরিক কর্তৃক প্রদত্ত উপহার, উইল বা দান হইলে ইহার বিক্রয় অথবা অন্যবিধ অপসারণের পূর্বে সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

১০। **জাদুঘরের বিভাগ, ইত্যাদি।**—এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাদুঘরের নির্ধারিত বিভাগ, অধিদপ্তরসমূহ বা শাখাসমূহ থাকিবে।

১১। **মহাপরিচালক।**—(১) জাদুঘরের একজন মহাপরিচালক থাকিবেন যিনি সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ ও শর্ত অনুযায়ী পদে কর্মরত থাকিবেন।

(২) মহাপরিচালক জাদুঘরের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং বোর্ডের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন এবং জাদুঘরের বিষয়াদি সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৩) মহাপরিচালক, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বা তাঁহার উপর আরোপিত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কর্ম সম্পাদন করিবেন।

(৪) মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে অথবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য যে কোন কারণে তাহার দাপ্তরিক কাজকর্ম সম্পাদনে অসমর্থ হইলে নির্ধারিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক উক্ত কার্য সম্পাদন করা হইবে।

১২। **সচিব**।—জাদুঘরে একজন সচিব থাকিবেন যিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদে ও শর্তে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

১৩। **কর্মকর্তা, ইত্যাদি নিয়োগ**।—জাদুঘরের দক্ষ প্রশাসনের জন্য বোর্ড আবশ্যক মনে করিলে নির্ধারিত মেয়াদে ও শর্তে কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৪। **বোর্ডের সভা**।—(১) সভাপতির সহিত পরামর্শক্রমে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে প্রতি চার মাসে কমপক্ষে একবার বোর্ড সভায় মিলিত হইবে।

(২) সভাপতি, উপযুক্ত মনে করিলে, অন্যূন ছয়জন ট্রাস্টির লিখিত অনুরোধে বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(৩) পাঁচজন ট্রাস্টির সমন্বয়ে কোরাম হইবে।

(৪) সভাপতি বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে, উপস্থিত ট্রাস্টিগণ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্বাচিত একজন ট্রাস্টি সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) প্রত্যেক ট্রাস্টির একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভাপতিত্বকারী ট্রাস্টির একটি নির্ণায়ক অথবা দ্বিতীয় ভোট থাকিবে।

(৬) বোর্ড সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং ট্রাস্টিগণের মধ্যে বিলি করিতে হইবে এবং গৃহীত হওয়ার জন্য পরবর্তী সভায় পেশ করিতে হইবে।

১৫। **বোর্ডের তহবিল**।—(১) বোর্ডের তহবিলে অন্তর্ভুক্ত হইবে—

(ক) ধারা ১৮ অনুযায়ী বোর্ডের নিকট তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত ঢাকা জাদুঘর ট্রাস্টি বোর্ড এর তহবিল;

(খ) সরকারী অনুদান;

(গ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহের অনুদান;

(ঘ) বোর্ডের প্রকাশনা এবং প্রস্তুতকৃত অনুকৃতির বিক্রয় ও রয়্যালটি বাবদ প্রাপ্তি; এবং

(ঙ) বোর্ডের অনুমোদিত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্তি।

(২) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত একটি তফসিলি ব্যাংকে বোর্ডের তহবিল রক্ষিত হইবে।

১৫ক। **বাৎসরিক বাজেট বিবরণী।**—বোর্ড নির্ধারিত তারিখে প্রতি অর্থ বৎসরের জন্য প্রাক্কলিত আয় এবং ব্যয় সংবলিত বার্ষিক বাজেট বিবরণী নামে একটি বিবরণী অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৬। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।**—(১) বোর্ড ইহার আয় ও ব্যয়সহ সকল অর্থের হিসাব রাখিবে।

(২) বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ পদ্ধতিতে বোর্ডের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন।

(৩) বোর্ড নিরীক্ষা প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীসহ সরকারের নিকট পেশ করিবে।

১৭। **বার্ষিক প্রতিবেদন, ইত্যাদি দাখিল।**—(১) বোর্ড, প্রত্যেক অর্থ বৎসরের শেষে যথাশীঘ্র সম্ভব ঐ বৎসরের স্বীয় কর্মকাণ্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, বোর্ডের নিকট হইতে যে কোন প্রতিবেদন, রিটার্ণ, বিবরণ, প্রাক্কলন, পরিসংখ্যান অথবা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয় সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য সরবরাহের আহ্বান করিতে পারিবে এবং বোর্ড অনুরূপ সকল চাহিদা পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৮। **রহিতকরণ ও হেফাজত, ইত্যাদি।**—(১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তন হইবার সংগে সংগে, ঢাকা জাদুঘর (ট্রাস্টি বোর্ড) অধ্যাদেশ, ১৯৭০ (১৯৭০ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, অবিলম্বে রহিত হইবে।

(২) উক্ত অধ্যাদেশ রহিত হওয়া সত্ত্বেও—

(ক) উক্ত অধ্যাদেশের অধীন গঠিত ঢাকা জাদুঘর ট্রাস্টি বোর্ড, অতঃপর উক্ত ট্রাস্টি বোর্ড বলিয়া উল্লিখিত অবিলম্বে বাতিল হইবে।

(খ) ট্রাস্টি বোর্ডের সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং সুবিধাদি এবং সকল স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি, যাহার মধ্যে পুরাকীর্তি, শিল্পকর্ম, জাতিতাত্ত্বিক, নিদর্শন, স্মৃতিচিহ্ন এবং অন্যান্য বস্তু, জমি, ভবন, নগদ টাকা এবং ব্যাংক স্থিতি, সংরক্ষিত তহবিল, বিনিয়োগ এবং অনুরূপ সম্পত্তিতে অথবা উহা হইতে উদ্ভূত অন্যান্য সকল অধিকার ও স্বার্থ এবং সকল হিসাব বহি, রেজিস্টার, রেকর্ডসমূহ এবং উহার সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য যে কোন প্রকার দলিল দস্তাবেজসহ বোর্ডের নিকট অবিলম্বে স্থানান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে।

(গ) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পূর্বে উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডের সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা বা উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি যথাক্রমে বোর্ডের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা বা উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) উক্ত ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা এবং অন্যান্য আইনগত কার্যধারা বোর্ড কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বা কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডের সকল কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মচারী বোর্ডের নিকট অবিলম্বে স্থানান্তরিত হইবে এবং স্থানান্তরের পূর্বে তাহারা যেইরূপে মেয়াদে ও শর্তে কর্মরত ছিলেন সেইরূপ মেয়াদে ও শর্তে কর্মরত থাকিবেন।

(৩) উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডের অবসান সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত সকল বিধি এবং প্রবিধান প্রাসংগিক পরিবর্তনসহ এবং এই অধ্যাদেশের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস না হওয়া সাপেক্ষে এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধান দ্বারা পরিবর্তিত, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত স্থানান্তর এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত যে কোন অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে সরকার যেইরূপ সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করিবে, সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং অনুরূপ যে কোন আদেশ এই অধ্যাদেশের বিধানাবলীর অংশ হিসাবে গণ্য এবং কার্যকর হইবে।

১৯। **দায়মুক্তি।**—এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত কোন আদেশের অধীন কোন কিছু করিবার বা করিবার অভিপ্রায়ের জন্য সরকার বা অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা, অভিযোগ বা অন্য আইনি কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

২০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল বিষয়ে বিধান করা আবশ্যক ও সমীচীন সেই সকল বিষয়ে বোর্ড সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই অধ্যাদেশের বা তদধীনে প্রণীত বিধিমালার সহিত অসামঞ্জস নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd